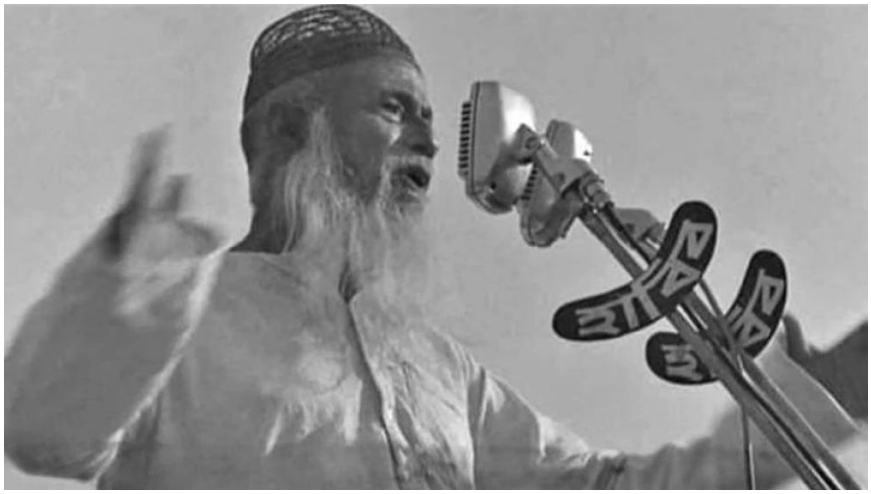
আজ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী



ছবি: সংগৃহীত

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর)। সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার এই নেতা কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ কারণে তিনি পরিচিতি পান 'মজলুম জননেতা' ও 'লাল মাওলানা' নামে।

১৯৭৬ সালের এই দিনে ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালে (বর্তমান বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। পরে টাঙ্গাইলের সন্তোষে তাঁকে দাফন করা হয়।

১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ভাসানী। জীবনের বড় একটি সময় কাটে টাঙ্গাইলের সন্তোষে। ১৯১১ সালে মওলানা মোহাম্মদ আলীর সান্নিধ্যে রাজনীতিতে যুক্ত হন তিনি। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি রেশমি রুমাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ১৯১৯ সালে কারাবরণ করেন।

কৃষক-শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯২০-এর দশকে আসাম ও পূর্ব বাংলায় জমিদার ও মহাজনবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হন। ১৯৩৭ সালে আসামে লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় ফিরে এসে ভাষার দাবির পক্ষেও অবস্থান নেন।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়ে দলটির সভাপতি হন ভাসানী। পরে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করেন। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে তাঁর 'আসসালামু আলাইকুম' ঘোষণা রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। একই বছর আওয়ামী লীগ ছেড়ে ২৬ জুলাই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা করেন।